গবাদিপশুর
পরজীবী মুক্তকরণের আদর্শ প্রযুক্তি

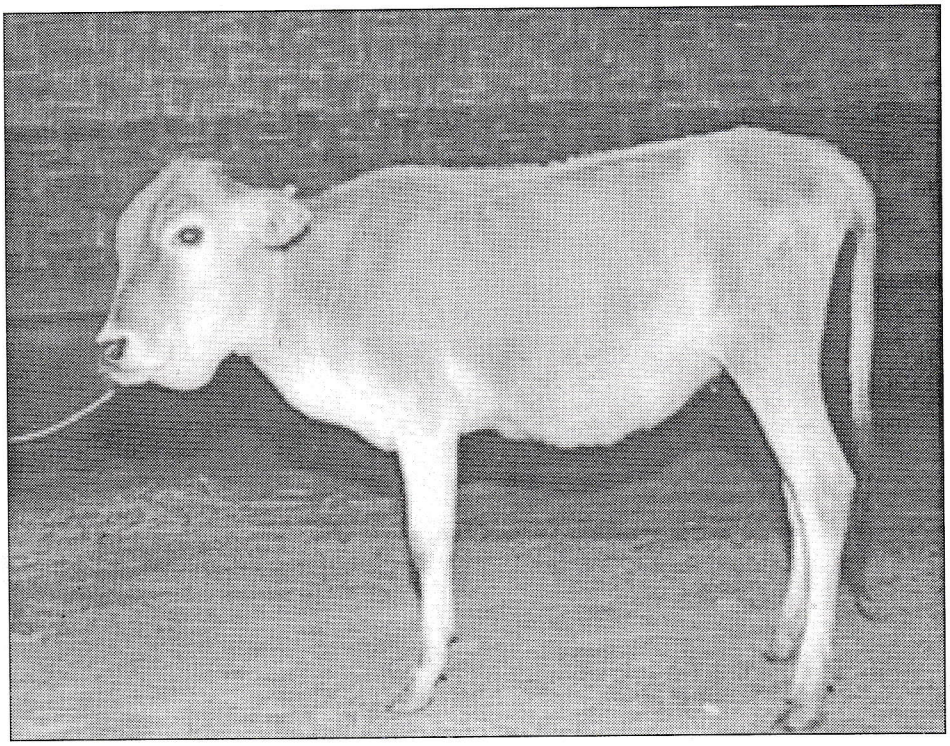

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
(বিএলআরআই)
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

পরজীবী মুক্তকরণের আদর্শ প্রযুক্তি

ভূমিকা

গবাদিপশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার বিভিন্ন ধরণের রোগের মধ্যে পরজীবী একটি ক্ষতিকর রোগ। বাংলাদেশেসহ সারা বিশ্বেই এই রোগের প্রাদূর্ভাব রয়েছে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পরজীবীর বংশ বিস্তারে সহায়ক বলে বাংলাদেশের গবাদিপশুতে এই রোগের প্রাদূর্ভাব বেশী। এই রোগের কারণে প্রতি বৎসর অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। গবাদিপশুতে পরজীবীর ডিম বা লার্ভা খাদ্যের সাথে বা দেহ ত্বক ছিদ্র করে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অনেক সময় পশু জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় গর্ভফুলের মাধ্যমেও আক্রান্ত হতে পারে। এই পরজীবীরা পশুদের জন্য সর্বদাই ক্ষতিকর। এরা পশুর দেহের রক্ত খায়, গৃহীত পুষ্টির মধ্যে ভাগ বসায়, এছাড়া পরোক্ষভাবেও এইসব পরজীবী বিভিন্ন পরিপাকযোগ্য খনিজ শুষে নেয়। এর ফলে পশুর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পায়।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কৃমিনাশক প্রয়োগে পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য উপকারী অনুজীব ধ্বংস না করে পরজীবীর ধ্বংস সাধনই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

প্রয়োগ পদ্ধতি

পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরজীবীনাশক ভাল ঔষধ বাজার থেকে নির্বাচিত করে সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে বাজারে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এইসব ঔষধ বাজারজাত করে থাকে।

কৃমিনাশকের ব্যবহারের সর্বোত্তম ফল পেতে হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পশুর ওজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। দুইটি কৌশলগত মাত্রা প্রত্যেকটি পশুর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এরমধ্যে একটি শীতের শেষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) অন্যটি বর্ষার শুরুতে (মে-জুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে।

কৃমিরোগ প্রতিরোধের কর্মপন্থাসমূহ

১। পরজীবী বহুল এলাকায় সকল গবাদিপশুকে সর্বাত্মক চিকিৎসা (Mass treatment) দিতে হবে।

২। নিয়মিতভাবে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার বর্ষার প্রারম্ভে (মে-জুন) এবং শরতের শেষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) গবাদিপশুকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৩। জলজ স্যাঁতসেঁতে (Marshy land) এলাকার গবাদিপশু চড়ানো বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৪। পরজীবীর আক্রমনাত্মক লার্ভা দূরীকরণে কাটা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ ভালভাবে ধৌত করতে হবে। খড় বা সাইলেজ তৈরী করে খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৫। রৌদ্রোজ্বল সকালে মাঠে বা অন্য এলাকায় একসাথে গবাদিপশু চড়ানো থেকে বিরত থাকা।

৬। বাংলাদেশের যে সব এলাকায় ব্যাপক পরজীবী আক্রমনের আশংকা আছে যেখানে গবাদিপশুর আবদ্ধ পালন (Stall-feeding) পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৭। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গবাদিপশুর গোবর সৎকার (dispose) করতে হবে।

৮। গবাদিপশুর ফার্মের পাশে বা গ্রামে যে সকল জলাবদ্ধ এলাকা রয়েছে যেখানে শামুক নিধনের জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা বা সে সব এলাকায় গবাদিপশু চড়ানো থেকে বিরত রাখার জন্য বেড়া তৈরী করা যেতে পারে।

৯। গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য খাবারের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করতে হবে।

উপকারিতা

বেশীর ভাগ কৃমিনাশকই ব্যয়বহুল নয়। পশুতে কৃমিনাশক প্রয়োগ করলে তা পশু পালনকারীর জন্য খুবই সুফল বয়ে আনে। দেখা গেছে ব্যয়ের তুলনায় লাভের আনুপাতিক হার ১ ঃ ১০ অর্থাৎ কোন কৃষক যদি কৃমিনাশকের জন্য ১ টাকা ব্যয় করে তবে সে দুধ ও মাংস বাবদ ১০ টাকা আয় করবে।

পরিবেশের উপর কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব নাই বরং কৃমিনাশক পরিবেশকে পরজীবী মুক্ত রেখে পশু ও মানুষকে পরজীবী মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

সংরক্ষণ ও সতর্কতা

সঠিক মাত্রায় কৃমিনাশক প্রয়োগ করা হলে এর দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এটা মানুষের জন্য একটি বিষাক্ত ঔষধ সুতরাং অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

কাঙ্খিত ফলাফল

পরজীবী মুক্তকরণ এই কৌশলটি নিয়মিতভাবে প্রয়োগের ফলে পশুর দেহে পরজীবী ধ্বংস হওয়ার কারণে পশুদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়-যা কৃষকের প্রান্তিক আয়কে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। ফলশ্রুতিতে কৃষকের আয় রোজগার থেকে জীবন যাত্রার মান উন্নত হওয়ার মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকেও সুদৃঢ় করে।

গবেষণায় ঃ
ড: এম, জে, এফ, এ, তৈমুর
ড: শাহ্ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী
ড: মোঃ এরশাদুজ্জামান
ডা: মোঃ গিয়াসউদ্দিন
ডা: মোঃ রফিকুল ইসলাম

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-৮৯
প্রথম সংস্করণ ঃ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কপি
প্রকাশ কাল ঃ জুন, ২০০২ খ্রীঃ

প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ফোন ঃ ৭৭০৮৩২০-২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭৭০৮৩২৫
e-mail :-dgbhir@bangla.net